ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৭/০৪/২০১৭ ।।

মান্দাই ব্লকে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পাচ্ছেন ৫৬০৯ জন

জিরানীয়া, ১৭ এপ্রিল ।। মান্দাই ব্লকের ৫৬০৯ জন বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পাচ্ছেন । মান্দাই সি ডি পি ও এ সংবাদ দিয়ে জানান, সামাজিক ভাতা প্রকল্পের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বার্ধক্য ভাতা ৩৯৫৩ জন, বিধবা ভাতা ১৬৯ জন এবং প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ৩ জন । রাজ্য সরকার প্রদত্ত ভাতাগুলির মধ্যে বার্ধক্য ভাতা ৬০ জন, ৩৩১ জন বি পি এল ভুক্ত বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা পাচ্ছেন । ১ জন এ পি এল ভুক্ত স্বামী পরিত্যক্তা, ৬ জন অবিবাহিত মহিলাও ভাতা পাচ্ছেন । কন্যা সন্তান সুরক্ষা যোজনায় ৯৪৮ টি পরিবারের কন্যা সন্তান আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে । অন্যদিকে, একশ শতাংশ বি পি এল ভূক্ত দৃষ্টিহীন ভাতা পাচ্ছেন ১২ জন । ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী (বি পি এল) ভাতা পাচ্ছেন ২৯ জন । এ পি এল ভুক্ত ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ১২ জন । ১০ জন রিক্সা শ্রমিক, ৬৮ জন প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিহীন, ৩ জন মৎস্যজীবী, ১ জন মোটর শ্রমিক ভাতা পাচ্ছেন । সি ডি পি ও জানান, মান্দাই ব্লক এলাকায় ১৭৮টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৩৩৬ জন শিশু, ৩৯২ জন গর্ভবতী মা ও ৬২১ জন প্রসূতি মা পরিষেবা পচ্ছেন ।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ঃ কাঞ্চনপুরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

কাঞ্চনপুর, ১৭ এপ্রিল ।। প্রতি বছরের মতো এবছরও আগামী ৯ মে কাঞ্চনপুর মহকুমা ভিত্তিক বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে । মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্য সম্প্রতি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ ডি সি-র উত্তর জোনাল উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এম ডি সি ললিত দেবনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন লোকরঞ্জন শাখা ও সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ ছাড়াও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন । সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ঐ দিন মহকুমা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দশদা, লালজুরী এবং জম্পুইহীল ব্লকেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হবে । সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য এম ডি সি ললিত দেবনাথ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।

সাব্রুমে ৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র সংস্কার

সাব্রুম, ১৭ এপ্রিল ।। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে সাব্রুম শহরের ৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংস্কার করার পাশাপাশি বাউন্ডারি ওয়ালও নির্মাণ করা হয়েছে । এতে টুয়েপের বরাদ্দ অর্থে ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৪৪ টাকা । সংশ্লিষ্ট নগর পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে ।

ধর্মনগরে ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ধর্মনগর, ১৭ এপ্রিল ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত ১৩ এপ্রিল বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুর পরিষদের ২৩টি ওয়ার্ডে একটি করে ফুটবল এবং নেট সহ ভলিবল প্রদান করা হয় । এতে ব্যয় হয়েছে ৬৯ হাজার টাকা । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা অলোক মুখার্জী জানান গ্রামীণ ক্রীড়া কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সারা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার ধর্মনগর পুর পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । এদিকে ২২ এপ্রিল হবে পুরুষ ও মহিলাদের দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১০ জন করে পুরুষ ও মহিলা দল অংশ নেবেন । পুর পরিষদ ভিত্তিক দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী পুরুষ ও মহিলা দল জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন । এছাড়া,উত্তর জেলার ৮টি ব্লক ও পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে ধর্মনগর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মানিক লাল নাথ দেহ মন সুস্থ রাখতে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি উমা মিত্র চক্রবর্তী, শিক্ষা স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রমোদ মালাকার, পুর পরিষদ সদস্য ললিত মোহন নাথ, বিশিষ্ট কবি জ্যোতির্ময় রায় ও সমাজসেবী বিজয়লক্ষ্মী সেন ।

উৎসাহ উদ্দীপনায় মান্দাইয়ে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জিরানীয়া, ১৭ এপ্রিল ।। উৎসাহ উদ্দীপনায় মান্দাই ব্লকের ২৬টি এ ডি সি ভিলেজে ভিলেজ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । ১২ এপ্রিল এই প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় । এ উপলক্ষ্যে রামচন্দ্রনগর ভিলেজের চন্তাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোরঞ্জন দেববর্মা, সংশ্লিষ্ট ভিলেজের চেয়ারম্যান চন্দ্রকুমার দেববর্মা, বি ডি ও আশুরঞ্জন দেববর্মা সহ বিশিষ্ট জনেরা । প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের ৬০ জন অংশ নেয় । এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক মনোরঞ্জন দেববর্মা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন । এছাড়াও বিভিন্ন ভিলেজে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিটি ভিলেজে এই প্রতিযোগিতা উৎসবের রূপ নিয়েছে। প্রত্যেকটি ইভেন্টে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গ্রামীণ এলাকার মানুষ অংশ নেন । উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কমিটির জনপ্রতিনিধিগণ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।

This document was created using Smart-PDF converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

শানখলায় খাদ্য গুদামের উদ্বোধন

মোহনপুর, ১৬ এপ্রিল ।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ১৩ এপ্রিল মোহনপুর মহকুমার শানখলায় নব নির্মিত সরকারী খাদ্য গুদামের উদ্বোধন করা হয়েছে। ৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই খাদ্য গুদামটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। ৮টি ভিলেজ কমিটি এবং ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৭টি ন্যায্যমূল্যের দোকানে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের সুবিধার্থে এটি নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত এই খাদ্য গুদামের উদ্বোধন করে বিধায়ক প্রণব দেববর্মা বলেন, রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থা ও পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী মজুত রাখার সুবিধার্থে এই সরকারী খাদ্য গুদামটি নির্মাণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করে চলেছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ গণবন্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নে যে কর্মযজ্ঞ চলছে একে সবাই মিলে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে হেজামারা বি এ সি চেয়ারম্যান এম ডি সি কুমুদ দেববর্মা বলেন, এই খাদ্য গুদামটি চালু হবার ফলে এই ব্লক এলাকায় আরও একটি উন্নয়নের নতুন পালক যুক্ত হল। এই এলাকার ভোক্তা সাধারণের কাছে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সহজ সুযোগ সৃষ্টি হল। তিনি সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এই এলাকার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা শাসক জয়ন্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে খাদ্য দপ্তরের সহ অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন শানখলা ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা।

৮ম আমবাসা বইমেলা সমাপ্ত

আমবাসা, ১৬ এপ্রিল ।। আগামীর প্রত্যাশায় গত ১৩ এপ্রিল শেষ হল ৮ম আমবাসা বইমেলা। পাঁচ দিনের এই বইমেলা শুরু হয়েছিল গত ৯ এপ্রিল চান্দ্রাই পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে। বইমেলা উপলক্ষ্যে পাঁদ দিন ব্যাপী প্রতিদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে উপজাতি লোকনৃত্য, রবীন্দ্র-নজরুল ও দেশাত্মবোধক সংগীত নৃত্য পরিবেশিত হয়। এছাড়াও আয়োজিত হয় কবি সম্মেলন। আমবাসা পুর পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম কুমার বসু।

প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, বই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একমাত্র বই-ই পারে মানুষের চেতনার রুদ্ধদ্বার খুলে দিতে। তিনি জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে নিজেদের চিন্তা চেতনাকে বিকশিত করে তুলতে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বই পড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এ ডি সি-র ধলাই জোন-এর জেড ডি ও হেমন্ত দেববর্মা বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক আমবাসা মহকুমা শাসক মুক্তিপদ পাল। সভাপতিত্ব করেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক।

সব অংশের ক্রীড়া প্রেমীদের নিয়েই গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিত - যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল ।। আগরতলা পুর নিগমের ৩২ নং ওয়ার্ডে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় আজ বিপ্লবী বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন মাঠে ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী প্রদীপ জ্বালিয়ে এর উদ্বোধন করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন মেয়র পারিষদ বিশ্বনাথ সাহা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী বলেন, পঞ্চায়েত, ভিলেজ, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ এবং পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে রাজ্যস্তরীয় ক্রীড়া কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৯ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রামস্তর থেকে শুরু করে জেলাস্তর পর্যন্ত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সর্বত্র উৎসবের রূপ নিয়েছে। এ রাজ্যের ক্রীড়া প্রেমী, ক্রীড়া সংগঠক সর্বোপরি সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণে এই ক্রীড়া উৎসব সাফল্যমন্ডিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে পুর নিগমের মেয়র পারিষদ বিশ্বজিৎ দেবও বক্তব্য রাখেন। এই গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়, অংক কষা দৌড়, ব্যাঙ দৌড়, কক ফাইট, দড়ি টানাটানি, টেবিলটেনিস, পাতিল ভাঙা, মিউজিক বল ইত্যাদি খেলার প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানে পুর নিগমের ৩২ নং ওয়ার্ডের তিনটি ক্রীড়া প্রেমী দলকে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হয়। পুর নিগমের ৩২ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে আই জি এম কোয়ার্টার সংলগ্ন হরিজন কমপ্লেক্সের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ও গীতামন্দির সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের বয়স্ক পড়ুয়াদের ২টি সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্পোর্টস কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান মানিক সাহা, পুর পরিষদের প্রাক্তন পারিষদ সুধীর চন্দ্র মজুমদার, ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর মৃণাল কান্তি দাস ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ রাজ্যজুড়ে দেশের সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। আজ সকালে রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী রতন ভৌমিক, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর, বিধায়ক হরিচরণ সরকার, বিধায়ক ঝুমু সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল এইচ ডার্লং, অধিকর্তা এল টি ডার্লং, শ্রম কমিশনার স্বপন কুমার দাস, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ, শিক্ষক- শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের আবাসিক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক - শিক্ষিকারা ট্যাবলু এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মিছিল করে অনুষ্ঠান স্থলে এসে মিলিত হন। অনুষ্ঠানে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে। আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

This document was created using Smart PDF converter. To remove this message please purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

গড়িয়া উৎসব ঐক্য ও সংহতির চেতনাকে সমৃদ্ধ করে ঃ পর্যটন মন্ত্রী

উদয়পুর, ১৪ এপ্রিল ।। জমাতিয়া হদা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কিল্লা ব্লকের যৌথ উদ্যোগে গতকাল সন্ধ্যায় কিল্লা ব্লকের মানিক্য বাড়ীতে দুদিন ব্যাপী গড়িয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া। এই উৎসব উপলক্ষে মেলা, উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ।

গড়িয়া উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, এই উৎসব আমাদের ঐক্য ও সংহতির চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করছে । উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবার মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন গড়ে উঠতে সাহায্য করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া বলেন, বাবা গড়িয়ার আদর্শ হচ্ছে সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি । এই আদর্শকে সামনে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে । অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মাধব সাহা, আইন সচিব দাতামোহন জমাতিয়া, আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী হিতকামানন্দ মহারাজ, জমাতিয়া হদার উপদেষ্টা নবকিশোর জমাতিয়া প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন জমাতিয়া হদার মুখপাত্র রত্নসাধন জমাতিয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জমাতিয়া হদার উপদেষ্টা সুচিত্র জমাতিয়া । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হদা অক্রা পদ্মলীলা জমাতিয়া । দুদিন ব্যাপী গড়িয়া উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতি - উপাজাতির অসংখ্য মানুষ এই উৎসবে হাজির হয়েছেন ।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে গ্রীষ্মের ছুটি

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টে এ বছর গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হবে মে মাসের ১৫ তারিখ থেকে। ১১ দিনের এই ছুটি চলবে ২৫ তারিখ পর্যন্ত । কিন্তু জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির আদেশ অনুসারে ছুটির সময়েও ১৫ থেকে ১৮মে পর্যন্ত হাইকোর্ট খোলা থাকবে । ঐ সময় মামলার শুনানি ও প্রশাসনিক কাজকর্ম যথারীতি চলবে । তবে তখন শুধুমাত্র পুরনো মোটর দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আপীল মামলা, ফৌজদারি মামলা এবং অন্যান্য জরুরী মামলারই শুনানি হবে । ছুটির বাকি দিনগুলোতে বেলা ১০.৩০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রী খোলা থাকবে (শনি ও রবিবার বাদে) । ত্রিপুরা হাইকোর্ট-এর রেজিস্ট্রার জেনারেল এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

১৭-২০ এপ্রিল বিদ্যালয়ে ফিরে চলো কর্মসূচী

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। ২০০৯ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে সার্বজনীন ও শিক্ষান্ত পর্যন্ত সমস্ত পড়ুয়াদের ধরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে সারাদেশে চালু হয়েছিল । মাধ্যমিক স্তরের ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী বিদ্যালয় ছুট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান -এর একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । প্রকল্প রূপায়ণের শুরু থেকেই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতায় উচ্চ বুনিয়াদি স্তর পাশ করা এবং মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় ছুট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য নানাবিধ প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে । এরপরও কিছু সংখ্যক ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাঙ্গনের বাইরে রয়েছে । এইসব বিদ্যালয় ছুট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত সারা রাজ্যে বিদ্যালয়ে ফিরে চলো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে । সমস্ত উচ্চ বুনিয়াদি, মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্লক রিসোর্স পার্সনস ও ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সনসরা ছাত্রছাত্রীদের প্রোফাইলের সাহায্যে বিদ্যালয় ছুটদের চিহ্নিত করবেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে ভর্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন । এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য রাষ্টীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান রাজ্য মিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পিতামাতাসহ শিক্ষাদরদী জনগণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, জন প্রতিনিধি, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে ।

কৈলাসহরে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপিত

কৈলাসহর, ১৩ এপ্রিল ।। কৈলাসহর টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গতকাল উদযাপিত হয় উনকোটি জেলা ভিত্তিক জাতীয় বিজ্ঞান দিবস । রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের উদ্যোগে, জেলা সায়েন্স ফোরাম, কৈলাসহর পুর পরিষদ ও জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় ভগিনী নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ইনুছ মিয়া খাদিম বলেন, বিজ্ঞান মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করে । বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে । এরজন্য সচেতনতা প্রয়োজন । সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মণীষ সাহা । অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করেন স্থানীয় ডায়েট এর অধ্যাপক ভাস্কর ধর । এরপর অনুষ্ঠিত হয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ।

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য চাষীদের বিভিন্ন সহায়তা

জম্পুইজলা, ১৩ এপ্রিল ।। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জম্পুইজলা ব্লকের বিভিন্ন এ ডি সি ভিলেজে স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স স্কীমের মাধ্যমে ১৮০ জন সুবিধাভোগী মৎস্যচাষীর ২৮.৮০ হেক্টর জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য মাছের পোনা, মাছের খাদ্য, খৈল, চুন ও অষুধ ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে । এছাড়া, দপ্তরের স্পেশাল ডেভেলাপমেন্ট স্কীমের মাধ্যমে ৭০ জন সুবিধাভোগী মৎস্যচাষীকে মোট ৭ হেক্টর জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য মাছের পোনা, মাছের খাদ্য, খৈল, চুন ইত্যাদি দেয়া হচ্ছে । অন্যদিকে, জাইকা প্রকল্পে গত অর্থবর্ষে ব্লকের ২১ জন সুবিধাভোগী মৎস্যচাষীর ১১.০৮ হেক্টর জলাশয়ে মাছের পোনা, মাছের খাদ্যসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে । জম্পুইজলা মৎস্য কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

গড়িয়া পূজা উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। গড়িয়া পূজা উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেছেন, ত্রিপুরার উপজাতিদের প্রধান কৃষি কেন্দ্রীক উৎসব গড়িয়া পূজা উপলক্ষ্যে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । আমার বিশ্বাস, এই পবিত্র উৎসব সার্বজনীন প্রেম সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে এবং ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনবে ।

১৮ এপ্রিল মঙ্গলজিৎ পাড়ায় প্রশাসনিক শিবির

জম্পুইজলা, ১৩ এপ্রিল ।। জম্পুইজলা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৮ এপ্রিল জম্পুইজলা মহকুমার চিকনছড়া এ ডি সি ভিলেজের মঙ্গলজিৎপাড়া এস বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । শিবিরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়ে মহড়া প্রদর্শন করা হবে । এছাড়া, স্বাস্থ্য শিবির, প্রাণী চিকিৎসা শিবির সংগঠিত হবে । শিবিরে পি আর টি সি, এস টি সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে । এই শিবিরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে জম্পুইজলা মহকুমা শাসক এল ডার্লং অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ে ফিরে চলো কর্মসূচী ঃ শিক্ষামন্ত্রীর আবেদন

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী বিদ্যালয় ছুট সমস্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এর অন্যতম লক্ষ্য । ২০০৯ সালে এই প্রকল্প রূপায়ণের শুরু থেকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতায় উচ্চ বুনিয়াদি স্তর পাশ করা এবং মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় ছুট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান নানাবিধ প্রয়াস নিয়েছে । তারপরও কিছু সংখ্যক ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাঙ্গনের বাইরে রয়েছে । এইসব বিদ্যালয় ছুট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত সারা রাজ্যে বিদ্যালয়ে ফিরে চলো কর্মসূচী চলবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য পিতামাতাসহ সমস্ত শিক্ষাদরদী জনগণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, জন প্রতিনিধি, ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ও শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী ।

আই জি এম হাসপাতালের বিদ্যুতের মিটারে আগুন ঃ
৩ সদস্যের কমিটি গঠিত

আগরতলা, ১২ এপ্রিল ।। আজ বেলা আনুমানিক ২টা নাগাদ আই জি এম হাসপাতালের পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড (ব্লক-২) এ বিদ্যুতের মিটারে অকস্মাৎ আগুন লাগে। দ্রুত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে । কিন্তু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকমীরা সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে মিটার বন্ধ করেন এবং দ্রুত ৫জন পোস্ট অপারেটিভ রোগীকে অক্ষত অবস্থায় নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে সমর্থ হন ।

ঘটনার অব্যবহিত পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ঘটনাস্থলে আসেন এবং উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন । বৈঠকে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ তপন কুমার দাস, আই জি এম হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রাধা দেববর্মা সহ হাসপাতালের চিকিৎসকগণ এবং পূর্ত দপ্তরের ইন্টারন্যাল ইলেকট্রিকেল এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন । স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ঘটনার প্রশংসা করেন এবং সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের জেনারেল ম্যানেজার নরেশ দাস, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শান্তনু দাশ এবং ইন্টারন্যাল ইলেকট্রিকেলের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ চন্দ্র দত্তকে নিয়ে তিন সদস্যক কমিটি গঠন করা হয় । এই কমিটি কোন ত্রুটি রয়েছে কিনা তার অনুসন্ধান করে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন । আজ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

খুমুলুঙ নোয়াই হলে প্রাণী পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মশালা

জিরানীয়া, ১২ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে আজ খুমুলুঙস্থিত নোয়াই হলে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রাণী পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে একদিনের কর্মশালা আয়োজিত হয় । এতে ২৯৩ জন প্রাণী পালক ও ৮৪ জন ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগণ অংশ নেন। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা । উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, প্রাণী পালন দরিদ্র পরিবারগুলির স্বনির্ভর হওয়ার একটি অতি সহজ পথ । প্রাণী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলিকে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে, তাদেরকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রাণী পালনে অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যেই এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে ।
তিনি বলেন, এই কর্মশালা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সঠিক পদ্ধতিতে প্রাণী পালন করতে পারলে প্রাণী পালকরা লাভবান হবেন ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, দরিদ্র পরিবারগুলি প্রাণী পালনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে হলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রাণী পালন করতে হবে । প্রাণী পালনেও গ্রহণ করতে হবে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তবেই প্রাণী পালনে লাভবান হতে পারবেন । প্রাণী পালকদের এই বিষয়ে আরো যত্নবান হবার জন্য তিনি আহ্বান জানান ।
কর্মশালায় প্রাণী পালনে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় ও প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করেন এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ড. সন্দীপ আর রাঠোর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. মনোরঞ্জন সরকার, আর কে নগর প্রাণী গবেষণা কেন্দ্রের ডা. বিকাশ দেবনাথ প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন এ ডি সি-র প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের আধিকারিক ডা: বিমল কৃষ্ণ দাস ।সভাপতিত্ব করেন এ ডি সি জ্ভর কার্যনির্বাহী সদস্য শান্তনু জমাতিয়া ।

কর্মশালা শেষে ৫টি জোনের ২জন করে সেরা প্রাণী পালককে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সাথে যোগাযোগের সুবিধার্থে ১টি করে স্মার্ট ফোন দেয়া হয়।

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com